দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 11-MAR-1996
পৃষ্ঠা - 8 কলাম - ৩

3

ছাত্র রাজনীতি

সৈয়দ আলী কবীর

আমাদের জাতীয় জীবনে ছাত্র রাজনীতির বিরাট প্রভাব পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে দেশের পুরো ছাত্র সমাজ বিভিন্ন সময় আমাদের জাতির জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের পক্ষে ভাবা অসম্ভব যে ছাত্র রাজনীতির শক্তি ব্যতীত বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতো কিনা।

বাঙালির জীবনে ছাত্র রাজনীতির সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্য সংগ্রামী তরুণ সমাজ বৃটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। সেই সময় ছাত্ররা একটা সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করে। যারা বৃটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো, তারা মূলত হিন্দু। কিন্তু তাদের সংগ্রামী চেতনা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ নেই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামী চ্যালেঞ্জ। তখনই প্রথমবারের মতো সাম্রাজ্যবাদ শক্তিকে জানানো হল যে, আমরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তৈরি।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লো। কিন্তু তরুণ সমাজ যে সংগ্রামী হতে পারে, তার ইতিহাস উজ্জ্বল রেখায় লিখিত থাকে। বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাঙালি ছাত্র সমাজের দুর্জয় সাহস তোলার নয়। বৃটিশের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা এলো। সেই শিক্ষা একটা নতুন মধ্যবিত্তর শ্রেণী সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়া বাংলায় আরম্ভ হয়েছিল। তাই বাংলাই বৃটিশকে আধুনিককালে সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ দিলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২১ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলন ছিলো স্বাধীনতার জন্য। গান্ধীর ডাকে পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে ছাত্র সমাজ ভারতকে স্বাধীন করার জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা জনতার সঙ্গে এক কাতারে মিশে গেলো। গান্ধীজি স্বাধীনতার আন্দোলনে ছাত্রদের টানতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি ও তার সেই ডাক ছাত্র সমাজ শুনেছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিলো বৃটিশবিরোধী খেলাফত আন্দোলন। এই আন্দোলনে মুসলমান সমাজ যোগ দিয়েছিল। সে সময় বহু বাঙালি মুসলমান খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলো ও তার মাধ্যমে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলো। এইভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যেও একটা সংগ্রামী চেতনার সূচনা হয়। তবে মূলত মুসলমান ছাত্র সমাজ বৃটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। কারণ তারা মনে করেছিলো যে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে আন্দোলনে যাওয়া মঙ্গলজনক হবে না।

তিরিশ দশকে পুনরায় বাংলায় তরুণদের বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামী লড়াই শুরু হলো। সে সময় ছাত্রদের একটা অংশ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে দ্বিধা করেনি। পুনরায় যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বৃটিশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামী চেতনা দেখা দিয়েছিল তার অভ্যুদয় হলো। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন আমাদের সংগ্রামী ইতিহাসের একটা অসাধারণ ঐতিহ্য। বর্তমান পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুরের পর পর তিনজন জেলা প্রশাসক নিহত হন ছাত্রের হাতে।

ত্রিপুরা (কুমিল্লা)-র জেলা প্রশাসক নিহত হন দু'জন ছাত্রীর গুলিতে। তিরিশ দশকে বহু সন্ত্রাসী হামলার নিদর্শন আছে। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের একটা পূর্ণ বিবরণ ও সন্ত্রাসী ছাত্রদের পরিচয় যদি কেউ চান, তারা শ্রী রমেশ চন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাসের চতুর্থ খণ্ড পড়তে পারেন।

মুসলিম ছাত্র সমাজের ছাত্র রাজনীতিতে আগমন তিরিশ দশক থেকে। তারা মূলত ছিল মুসলিম লীগের অনুসারী। তারা ছাত্র রাজনীতিতে ক্রমে ক্রমে নিজেদের ভূমিকা প্রসারিত করতে লাগলো। এই ছাত্র সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো। বাংলায় মুসলিম ছাত্র রাজনীতির পুরোভাগে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতার ইসলামিয়া কলে[illegible] ছাত্র সমাজ। ১৯৩৯ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট উচ্ছেদ করার আন্দোলনে মুসলিম ছাত্র সমাজ গভীরভাবে জড়িত ছিলো। সেই সময় প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হক সাহেব।

এ, কে ফজলুল হক যখন ১৯৪১ সালে জিন্নাহর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তখন মুসলিম ছাত্র সমাজ জিন্নাহর সঙ্গেই ছিল। তারা হক সাহেবের দিকে যায়নি। মুসলিম ছাত্র সমাজ নিজেদের ১৯৪২ সালে কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলো। গত মহাযুদ্ধের সময় কমিউনিস্টদের ওপর নিষেধাজ্ঞা [illegible] নেয়ার পর ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে একটা [illegible] অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি গড়ে উঠলো। তার সঙ্গে মুসলিম ছাত্র সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ জড়িত ছিলো। গত মহাযুদ্ধের অবসানের পরে I.N.A-এর কতিপয় অফিসারদের বিচারের সময় ছাত্র সমাজ বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিল। এই সংগ্রামে মুসলিম ছাত্র সমাজ সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল।

আমি বৃটিশ আমল পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতির একটা নাতিদীর্ঘ আলোচনা করলাম দেশের রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের পটভূমি দেয়ার জন্যে, বিশেষ করে তার সংগ্রামী চেতনাকে তুলে ধরবার জন্য। তার একটা প্রয়োজন আছে। কারণ সংগ্রামী চেতনার ইতিহাস না জানলে পাকিস্তান আমলের ছাত্র রাজনীতির পটভূমিকে ভালো করে বোঝা যাবে না। এই সংগ্রামী চেতনাই আমাদের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তার পিছনে থেকেছে ছাত্রলীগ ও বামপন্থী ছাত্র সমাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের রাজনীতি দেশকে একটার পর একটা অধ্যায় পার হতে সাহায্য করেছে। ভাষা আন্দোলন ও ষাট দশকের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, যা সংগ্রামী রূপ নিল ১৯৬৯ সালে। আমাদের জাতির জীবনে সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। ১৯৭১ সালে ছাত্র সমাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতিকে গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিল। ছাত্রদের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশের জন্য পাকিস্তানী হানাদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিষ্ঠুর হামলা চালিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের নির্মমভাবে হত্যা করলো। পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় দুশমনরা ছাত্রদের মোটেই ক্ষমা করেনি। তাদের আক্রোশ যে তারা সমস্ত দেশকে ছাত্রলীগ ও বামপন্থী ছাত্রদের নেতৃত্বে পাকিস্তানী জান্তার বিরুদ্ধে একত্রিত করতে পেরেছিল।

বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম হয়েছিল, তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। বৃটিশের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাসী আন্দোলন আমরা দেখেছি তার সংগ্রামী চেতনা মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটা মূল্যবান অবদান। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতার সঙ্গে অতীতের সন্ত্রাসী আন্দোলনের কোন তুলনা হয় না। সমগ্র বাঙালি সমাজ যেমনভাবে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার কোন তুলনা এই উপমহাদেশে নেই। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে আমাদের ছাত্র সমাজ অনেক সংগ্রামী শ্লোগান দিয়েছে। লাঠিসোঁটা নিয়ে মাঠে নেমেছে। কিন্তু পিস্তল, বন্দুক, রাইফেল, মেশিনগান নিয়ে যুদ্ধ তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। 'পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পুরোদেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ মুক্তিযুদ্ধের catalytic agent ছিল।

দেশের ছাত্র সমাজ ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রাখে। ১৯৭৫ সালে আমরা গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। সংসদীয় গণতন্ত্রকে ছেড়ে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র ফেরত দিল। এতক্ষণ ছাত্র রাজনীতির ইতিবাচক দিকসমূহ আলোচনা করেছি। বর্তমানে তার নেতিবাচক দিকও দেখছি। ছাত্ররা আমাদের দেশের রাজনীতিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। অথচ তারাই আজ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও নানা রকম দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের আদর্শ থেকে তারা বিচ্যুত। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাত্র সমাজকে বিভিন্ন অপকর্মে ব্যবহার করছে। এখানেই আমাদের জাতির ট্র্যাজেডি। পুরনো ইতিহাসে ফেরত যেতে হয়। ছাত্রদের অপকর্মে ব্যবহার করার প্রথম আয়োজন করা হয়েছিলো আইয়ুব শাহীর আমলে। কাজটা করেছিলেন কুখ্যাত গভর্নর মোনেম খান। তিনি ছাত্রদের মারপিটে ব্যবহার করে ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের পরেও ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের আগস্ট পরিবর্তনের পরে প্রেসিডেন্ট জিয়া ছাত্রদের দলে ভেড়ানোর জন্য প্রচুর আয়োজন করলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই প্রচেষ্টায় সফল হননি। কারণ তার পক্ষে ছাত্র রাজনীতিতে ঘাঁটি তৈরি করা একরকম অসম্ভব ছিল।

আমরা দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চাই ও সৎ ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন চাই। অথচ যে ছাত্র রাজনীতি আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে, তারাই নানা রকম অপকর্মে [illegible] জড়িত হয়ে পড়েছে ও তাদেরকে রাজনৈ[illegible] দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যবহার করা হচ্ছে। [illegible] ছাত্র রাজনীতির ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে হাস্যকর পরিস্থিতিতে পড়েছে। একমাত্র বাংলাদেশই বোধ হয় একটা অনার্স পরীক্ষা চলে দু'মাসব্যাপী ও মাস্টার্স পরীক্ষা চলে এক মাসব্যাপী। এসব কাণ্ডকারখানা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ রাজনীতির ফসল।

আমি বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে আজ অবধি ছাত্র রাজনীতির একটা পটভূমি দিলাম একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষকদের প্রতি একটা বিশেষ নিবেদন রাখতে চাই। ছাত্র রাজনীতি আমাদের জাতির জীবনে কি প্রভাব রেখেছে, তার প্রচুর ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু দেশে ছাত্র রাজনীতির ওপর পৃথকভাবে কোন গবেষণা হয়েছে বলে আমি জানি না। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে তা ছাত্র রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। তারা দেশে মুক্তি সংগ্রামের জন্য জান কবুল করে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্যি যে তাদের রাজনৈতিক জীবনকে কলুষিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ছাত্র রাজনীতির সম্বন্ধে গবেষণার সময় একটা অনুসিদ্ধান্ত রাখা যেতে পারে। সেই কথাটা হলো যে ছাত্র রাজনীতির অবধারিত ফল হিসেবে তার কুফলও পরবর্তীকালে আসবে। একদিকে দেশের জন্য ছাত্র রাজনীতি প্রয়োজন। তেমনি ছাত্র রাজনীতির বাকি পরিণতিও গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ইতিহাস তাই বলে। আমরা একটা আদর্শগত ভিত্তি অনুযায়ী (normative judgement) রাজনীতিকে আলোচনা করে ছাত্র রাজনীতির ইতিবাচক গুণগুলো দেখি। কিন্তু তার নেতিবাচক ফসল সম্বন্ধে অবহিত হই না। অর্থাৎ একটার পিঠে আর একটা আসবেই। বাস্তব (empirical) দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস লিখলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

তর্কের খাতিরে ধরুন ছাত্রদের রাজনীতিতে আসতে দেয়া হবে না। এটাই ছিল আইয়ুব শাহীর প্রাথমিক লক্ষ্য। কিন্তু আসতে যদি না দেয়া যায় তাহলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান তৈরি করা যায় না। অর্থাৎ মুক্তি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য ছাত্র রাজনীতি প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে স্বাধীন দেশে জাতির আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা। নইলে যেসব মূল্যবোধের জন্য ছাত্ররা সংগ্রাম করেছে, তাই বিপর্যস্ত হয়।

এখানে রবীন্দ্রনাথের কথায় আসতে হয়। তিনি ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত করার প্রচেষ্টা আদৌ পছন্দ করেননি। এ ব্যাপারে তার গান্ধীর সঙ্গে ঘোরতর মতভেদ ছিল। ছাত্রদের পড়ালেখার বিঘ্ন করে রাজনীতিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে একথাও তো সত্যি যে ছাত্র রাজনীতিকে গণআন্দোলন ও স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত না করলে অপশক্তি অপসারণ করা যায় না। আমরা ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে সংগ্রামী ঐতিহ্য গ্রহণ করেছি। কারণ তা ছাড়া আমাদের মুক্তি আসতো না। ছাত্রদের সংগ্রামী ভূমিকা ব্যতিরেকে আমরা আজও পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে থাকতাম। ছাত্র রাজনীতি পরাশক্তির বিরুদ্ধে অপরিহার্য অংশ।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করার পরও ১৯৯০ সালের আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পরে উত্তরকালে আমাদের ছাত্র রাজনীতিকে সুস্থ পথে নিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল। নইলে গণতান্ত্রিক রাজনীতি দানা বাঁধবে না ও তা সফলতা অর্জন করবে না। উপরন্তু শিক্ষাঙ্গনের বিপর্যস্ত অবস্থা দেশের অগ্রগতিকে কঠিনভাবে ব্যাহত করবে। আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যে আমরা ছাত্র সমাজকে অস্ত্র ও কলুষমুক্ত করার ব্যাপারে কোন গুরুতর প্রচেষ্টা করিনি।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে দেশের রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের বিরাট প্রভাব দেখা গিয়েছে। জনসংখ্যার প্রসারের ফলে তরুণ সমাজের প্রসার ছাত্র রাজনীতিকে পৃথক একটা শক্তি জুগিয়েছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে ছাত্র রাজনীতির মুখ ঘোরানো প্রয়োজন। একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে শক্তিশালী ছাত্র যেনো তারা দেশকে সর্বক্ষেত্রে সবল নেতৃত্ব দিতে পারে। ছাত্র রাজনীতির বেলায় দেশের জন্য গান্ধীর আদর্শ পরিহার করে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসেছে।

আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছাত্র রাজনীতির বিষয়টা আলোচনা করেছি। এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার ও আলোচনার প্রত্যাশা থাকল।